যায়যায়দিন

তারিখ ... 21 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই যুগেও কার্যকর হয়নি সিনেট

চবি সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ৮২ সদস্যের কমিটি থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে তা ৭০ জনে নেমে এসেছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন সিনেট সদস্য মারা যাওয়ায় পদগুলো শূন্য হয়েছে। একইভাবে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দুই যুগেও কার্যকর হয়নি সিনেট।

বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের প্রধান কাজ হচ্ছে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচিত করা। ওই প্যানেল থেকেই তিনজনকে মনোনীত করেন সিনেট সদস্যরা। পরে এ তিনজনের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

কিন্তু দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে চবিতে উপাচার্য নিয়োগের জন্য কোনো প্যানেল তৈরি হচ্ছে না। প্রতি বছরের বাজেট পাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তদারক করে সিনেট। বর্তমানে সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঠিকই, তবে ৮২ সদস্যের মধ্যে ৭০ জন সদস্য নিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সর্বশেষ ১৯৮৮ সালের ২৩ মে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন সিনেট মনোনীত প্যানেল থেকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এরপর থেকে দলীয় সরকারগুলো সিনেটের সঙ্গে আলোচনা না করেই ছয়জন উপাচার্য নিয়োগ দেন। তারা হলেন- অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আবদুল মান্নান, অধ্যাপক মোহাম্মদ ফজলী হোসেন, অধ্যাপক এ কে এম নুরউদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক, ড. এম বদিউল আলম ও বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ।

জানা যায়, সিনেট সদস্যরা দু'ভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। শিক্ষক প্রতিনিধি এবং রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট থেকে। এছাড়া সদস্যদের মধ্যে সরকারের একাধিক প্রতিনিধিও থাকেন। অতীতে একাধিকবার সিনেট সদস্য নির্বাচনের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে রিট করা হয়েছিল। এতে উচ্চ আদালত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে বছরের পর বছর সিনেট অকার্যকর থাকে। আবারো মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট দিয়ে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করলেও আইনের কাছে তা বৈধতা পাবে না এ অজুহাতে সিনেটকে কার্যকর করা হয়নি। একাধিক সিনেট সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় স্বয়ং উপাচার্যরাই চান না সিনেট কার্যকর হোক। কারণ এতে ক্ষমতাসীন উপাচার্য নিজের চেয়ার হারানোর আশঙ্কা করেন।

সূত্র মতে, সর্বশেষ সিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। এরপর দুই যুগ পার হলেও নতুন করে সিনেট নির্বাচনের তফসিল এখনো ঘোষণা করা হয়নি। ফলে উপাচার্য নিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও রাজনৈতিক মত প্রাধান্য পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন তারা।

এছাড়া ৮২ সদস্যের সিনেটের আচার্য মনোনীত শিক্ষাবিদ পদগুলোর মধ্যে অধ্যাপক আবদুল করিম ও অধ্যাপক ড. আবু সালেহ ইতিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রায় তিন বছর পার হলেও তাদের পদগুলো এখনো পূরণ করা হয়নি। অন্যদিকে শিক্ষক প্রতিনিধিদের ৩৩টি পদের মধ্যে আটটি পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিদের ২৫টি পদের মধ্যে দুটি পদ শূন্য রয়েছে। ২৯ জুন চবির সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। বরাবরের মতো এবারো কমসংখ্যক সদস্য নিয়ে এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রসঙ্গে সিনেট সভাপতি ও চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ যায়যায়দিনকে বলেন, সিনেটের নির্ধারিত সদস্য সংখ্যা পূরণের জন্য শিক্ষকদের মনোনীত করে তাদের চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। তবে এ কার্যক্রম এখনো শেষ না হওয়ায় এবারের সিনেট সভাও কমসংখ্যক সদস্য নিয়েই অনুষ্ঠিত হবে। আর বিভিন্ন মামলার কারণে সিনেট নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি।